প্রথম আলো

তারিখ 21 MAY 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

কুড়িয়ে পাওয়া বোমা বিস্ফোরণে স্কুলছাত্র নিহত, আহত ২

কুষ্টিয়া অফিস ●

কুষ্টিয়ায় কুড়িয়ে পাওয়া বোমার বিস্ফোরণে নাঈম ইসলাম (১৫) নামে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছে আরেক স্কুলছাত্রসহ দুজন। হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে দুটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করেছে র‍্যাব।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট এলাকায় হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম কবুরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র।

পুলিশ, নিহত স্কুলছাত্রের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, কবুরহাট চেয়ারম্যানপাড়ার তামবার আলীর ছেলে নাঈম ইসলাম ও একই এলাকার আবদুল খালেকের ছেলে হাফিজুর রহমান কলাবাড়ি মাঠে ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরছিল। পথে মাদ্রাসাপাড়ায় কালো টেপে মোড়ানো বলসদৃশ একটি বস্তু দেখতে পায় তারা। নাঈম বস্তুটি বল মনে করে টেপ খোলার সময় বিকট শব্দে সেটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাঈম নিহত হয়।

> মাঠে ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরছিল নাঈম। পথে কালো টেপে মোড়ানো বলসদৃশ একটি বস্তু দেখতে পেয়ে টেপ খোলার সময় বিকট শব্দে সেটি বিস্ফোরিত হয়

বিস্ফোরণে নাঈমের বন্ধু ও একই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র হাফিজুর (১৫) এবং পাশে থাকা হাবিবুর রহমান (৪০) নামে আরেকজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, বোমায় নিহত স্কুলছাত্র নাঈমের শরীরের বিভিন্ন অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলের কিছু বাড়িঘরে লেগে আছে রক্ত-মাংস।

নাঈমের বাবা তামবার আলী বলেন, 'সকালে ক্রিকেট ম্যাচের ফাইনাল খেলা ছিল। এন্ট্রি ফি দেওয়ার কথা বলে ১০০ টাকা নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে। এক বন্ধুর সঙ্গে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।'

আহত হাফিজুর বলে, 'টেপ মারা বস্তু পিয়ে মনে করেছিন ক্রিকেট বল। পরে নাঈম সেটির গায়ে লাগানো টেপ খোলার সময় বিকট শব্দে ফেটে যায়। এরপর আর কিছু মনে নেই।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নাঈম মেধাবী ছাত্র ছিল। তার বাবা একটি চাতালের মিস্ত্রি। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি বোমা উদ্ধার করে র‍্যাবের একটি দল। র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা বলেন, বোমা দুটি তাজা। কীভাবে সেখানে বোমা এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুদ্দিন চৌধুরী জানান, বোমা বিস্ফোরণ ও হতাহতের ওই ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। কেউ আটক হননি।